

## লোডশেডিং-জ্বালানি সংকটে পর্যটক হারাচ্ছে কুয়াকাটা

- A Monitor Desk Report

Date: 10 May, 2026



**ঢাকাঃ** জ্বালানি সংকট ও ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে দেশের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র পটুয়াখালীর কুয়াকাটার পর্যটন খাতে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। বিদ্যুতের অনিয়মিত সরবরাহে হোটেল-মোটেল, রেস্টোরাঁ ও পর্যটনসংশ্লিষ্ট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো চরম ক্ষতির মুখে পড়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রতিদিন লাখ লাখ টাকার লোকসান গুনতে হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দিনের পাশাপাশি রাতেও দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় হোটেল-মোটলে স্বাভাবিক সেবা ব্যাহত হচ্ছে।

এতে অনেক পর্যটক অস্বস্তিতে পড়ে তাদের অবস্থান সংক্ষিপ্ত করছেন; কেউ কেউ আবার আগেই বুকিং বাতিল করছেন।

কুয়াকাটা হোটেল-মোটেল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইব্রাহিম ওয়াহিদ জানান, পর্যটকরা আরামদায়ক পরিবেশ না পেলে এখানে থাকতে চান না।

দিনে একাধিকবার বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় হোটেলগুলোতে সেবার মান ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এতে বুকিং বাতিল হচ্ছে এবং ব্যবসায়ীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

টুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব কুয়াকাটা (টোয়াক)-এর সভাপতি বুমান ইমতিয়াজ তুষার বলেন, লোডশেডিংয়ের কারণে পর্যটকদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। অনেক পর্যটক মাঝপথেই ভ্রমণ পরিকল্পনা বাতিল করছেন। এতে টুর অপারেটরদের আয় ব্যাপকভাবে কমে গেছে।

অন্যদিকে কুয়াকাটা হোটেল-মোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এমএ মোতালেব শরীফ বলেন, অধিকাংশ হোটেল এখন জেনারেটরের ওপর নির্ভরশীল। জ্বালানির দাম বেশি হওয়ায় খরচ বেড়ে যাচ্ছে, যা ব্যবসা টিকিয়ে রাখা কঠিন করে তুলছে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত জ্বালানিও পাওয়া যাচ্ছে না।

কুয়াকাটা পল্লী বিদ্যুৎ জোনের ডিজিএম মোস্তফা আমিনুর রাশেদ বলেন, জাতীয় গ্রিডে জ্বালানি সংকটের কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কাজ করছে।

এ বিষয়ে কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাউসার হামিদ বলেন, পর্যটন খাত সচল রাখতে আমরা বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করছি। সমস্যার দ্রুত সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে পর্যটক ও ব্যবসায়ীরা স্বস্তি পান।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পর্যটন সংশ্লিষ্টদের দাবি, দ্রুত জ্বালানি সংকট নিরসন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত না করা হলে কুয়াকাটার পর্যটন শিল্প দীর্ঘমেয়াদে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বে।

**-B**